ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান: অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	সাফল্য: অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন এবং যথাসময়ে সরবরাহ	৭০	[১.১] বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন, ইবতেদায়ি, দাখিল, এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল এবং কারিগরি (ট্রেড বই) স্তরের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাধাঁই ও সরবরাহ করা	[১.১.১] চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাধাঁই ও সরবরাহ	%	২৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		মুদ্রণ কার্যক্রম ১০%
			[১.২] প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, উন্নয়ন ও শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন	[১.২.১] প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সীদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	%	৬	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৯০	
				[১.২.২] প্রাথমিক স্তরের অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন	%	৬	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৯০	
				[১.২.৩] প্রাথমিক স্তরের অনুমোদিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১ম ও ২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন	%	৬	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
				[১.২.৪] প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সীদের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন	%	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
			[১.৩] মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, উন্নয়ন ও শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন	[১.৩.১] পাইলোটিং রিপোর্টের আলোকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন	%	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
				[১.৩.২] অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির বিস্তারিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	%	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০	
				[১.৩.৩] অষ্টম থেকে নবম শ্রেণির শিখন সামগ্রী উন্নয়ন	%	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
				[১.৩.৪] এনটিভিকিউএফ লেভেল-২ এবং লেভেল-৩ এলাইন করে পরিমার্জিত পাঠ্যসূচির আলোকে ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন	%	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
				[১.৩.৫] পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৮০	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান: অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	সাফল্য: অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৪.৬	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫.২৪	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						১.৬৯	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						১.৭৮	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						১.৩২	

*সাময়িক (provisional) তথ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: পাঠ্যপুস্তক

সময়: ১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : [১.১.১] চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ।

অগ্রগতি : ১. ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণের কাজ চলমান।

অগ্রগতির হার : মুদ্রণ কার্যক্রম – ২০%

মন্তব্য : ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের কাজ চলমান

10/10/22
(প্রফেসর লুৎফুর রহমান)
সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩-৮০৮০৫
ই-মেইল: membertext@nctb.gov.bd

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : **[১.২.১] পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাইলটিং**

অগ্রগতি : পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক (বাংলা, গণিত ও ইংরেজি) প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২৯/০৯/2022 তারিখে NCCC তে পাঠ্যপুস্তক উপস্থাপন করা হলে কিছু পর্যবেক্ষণ ও সংশোধন করে পুনরায় NCCC তে উপস্থাপন করা হবে।

অগ্রগতির হার : ৯০%

মন্তব্য : পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পর ২০২৩ সাল থেকে পাইলটিং করা হবে।

সংযুক্তি :

04/10/2022

(প্রফেসর এ কে এম রিয়াজুল হাসান)
সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: প্রাথমিক শিক্ষাক্রম **সময়:** ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : **[১.২.২] প্রাথমিক স্তরের অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন।**

অগ্রগতি : পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণির ১০টি শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রফেশনাল প্রুফ রিডার দিয়ে বানান সংশোধনের কাজ দেওয়া হয়েছে। সংশোধন করা হলে বোর্ড সভার মাধ্যমে শিক্ষক সহায়িকার অনুমোদন নেওয়া হবে।

অগ্রগতির হার : ৯০%

মন্তব্য : ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষক সহায়িকা পাইলটিং করা হবে।

সংযুক্তি :

০৫/১০/২০২২

(প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান)

সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি

ফোন: ২২৩৩-৫৫০৩৮

ই-মেইল:

memberprimary@nctb.gov.bd

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : [১.২.৩] প্রাক-প্রাথমিক ৪+বয়সীদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

অগ্রগতি : প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সীদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এনসিসিসি কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে।

অগ্রগতির হার : ১০০%

মন্তব্য :

সংযুক্তি : এনসিসিসি কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

…/১০/২০২২

(প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান)
সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩-৫৫০৩৮
ই-মেইল: memberprimary@nctb.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয় -১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

বিষয়: প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মো: আমিনুল ইসলাম খান সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	: ২২ জুন, ২০২২ খ্রি.।
সভার স্থান	: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত।

১। জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (প্রাথমিক) এর সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি সভা আয়োজনের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের বিস্তারিত শিক্ষাক্রম অনুমোদনের পূর্বে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অন্যান্য অংশীজনের চাহিদার বিষয়গুলো বিবেচনা করে শিক্ষাক্রমকে আরো কিভাবে কার্যকর ও শিক্ষার্থী বান্ধব করা যায় এ বিষয়ে সভার সদস্যদের মতামত দেয়ার আহবান জানান।

২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম প্রস্তাবিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২, "জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা- ২০২১" এ উল্লেখিত যোগ্যতা ও শিখন ক্ষেত্রসমূহ অনুসরণ করে উন্নয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ এ ২০১১ সালের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর তুলনায় মনোপেশীজ ও আবেগিক ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সক্রিয়-শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখনের তিনটি ক্ষেত্র: জ্ঞান, মনোপেশীজ এবং আবেগিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনায়ন করা হয়েছে।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ (৪+উন্নয়ন ও ৫+ পরিমার্জন) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন (সংলগ্নী-১)।

৪। কমিটির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর সালেহ মতিন বলেন, খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এ বর্ণিত লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। তিনি খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্যকে শিক্ষাক্রম এর একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেন। শিখনক্ষেত্রের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, "জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১" এ বর্ণিত সব শিখনক্ষেত্রসমূহ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থীর বয়স বিবেচনা করে স্তর-ভিত্তিক শিখনক্ষেত্র বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি Action Verb এর বিপরীতে সুনির্দিষ্টভাবে শিখনফল প্রণয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। তিনি এরূপ শিখনফলসমূহ পরিমার্জনের সুপারিশ করেন।

৫। প্রফেসর ড. মো: আবদুল হালিম, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 'চার বছর বয়সী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিকাশের ক্ষেত্রে খুব একটা পার্থক্য নেই' বিধায় খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে দুইটি আলাদা শ্রেণিতে বিভাজিত না করে একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। তিনি খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রস্তাবিত আড়াই ঘন্টা শিখন সময় শেষে শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন, যাতে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি সময় আনন্দময় শিখন পরিবেশে থাকতে পারে। তিনি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬। প্রফেসর ড. এম এ মান্নান, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ এ বর্ণিত বিস্তারিত শিক্ষাক্রম এর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে এনসিটিবি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তা সংশোধনের পরামর্শ দেন। তিনি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহের সাথে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাসমূহের সুষম

চলমান পাতা/২

সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও দলিলপত্রাদি শিক্ষাক্রমের সংলগ্নীতে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। তিনি শিশুর মানসিক বিকাশ বিবেচনায় চার বছর বয়সী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আলাদা শ্রেণি থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করেন।

৭। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের নতুন কারিকুলাম এর সাফল্য কামনা করেন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তিনি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৮। প্রফেসর ড. মেহজাবিন হক, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল বিবেচনায় খসড়া প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিখনক্ষেত্রটি বাদ দেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি শিশুর মানসিক বিকাশ বিবেচনায় চার বছর বয়সী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য দুটি আলাদা শ্রেণি রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। তিনি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং ভবিষ্যতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯। সভার সভাপতি সদস্যদের আলোচনা শেষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ এর উন্নয়ন ও পরিমার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (প্রাথমিক) এর সদস্যবৃন্দের আলোচনায় যে সকল মতামত উঠে এসেছে, সেগুলো প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ পূর্বক খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় অংশগ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং উপস্থাপিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (৪+ উন্নয়ন ও ৫+ পরিমার্জন) অনুমোদনের জন্য সম্মানিত সকল সদস্যের প্রতি তিনি আহবান জানান।

১০। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১০.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (৪+ উন্নয়ন ও ৫+ পরিমার্জন)- ২০২২ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

১০.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিখনক্ষেত্রটি বাদ দিতে হবে।

১০.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ আরো সহজ ভাষায়, সংক্ষিপ্ত ও সকলের জন্য বোধগম্য করতে হবে।

১০.৪ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের যোগ্যতায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের মধ্যে বিভাজন রেখা না টেনে তা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

১০.৫ শিক্ষাক্রমের পরবর্তী উন্নয়ন ও পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

১০.৬ চার বছর বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঁচ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষক সহায়িকাসহ শিখন-শেখানো সামগ্রি রচনা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ নির্বাচিত বিদ্যালয়ে পাইলটিং এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে পাইলটিং এর পরে তা পুনঃপর্যালোচনা করা হবে।

১১। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০৯/2022

মো: আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (প্রাথমিক)

চলমান পাতা/৩

নং-৩৮.০০.০০০০.০০৭.০৭.০১০.২০২০-১৪৬

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ২৮ জুন ২০২২

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২. জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩. প্রফেসর নেহাল আহমেদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
৪. জনাব মো: শাহ আলম, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ।
৫. প্রফেসর মো: ফরহাদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
৬. প্রফেসর কায়সার আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. জনাব লাকী ইনাম, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিশু একাডেমি, ঢাকা।
৮. প্রফেসর ড. মো: আবদুল হালিম, পরিচালক, শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. ড. উত্তম কুমার দাশ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রফেসর ড. এম এ মান্নান, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. প্রফেসর (অব:) ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. প্রফেসর (অব:) ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩. অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হক, চেয়ারপার্সন, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. প্রফেসর (অব:) ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
১৫. প্রফেসর সালেহ মতিন, মহাপরিচালক (অব:) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
১৭. প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
১৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. জনাব কামরুজ্জামান, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (পিটিআই), ঢাকা।
২১. অফিস কপি।

28.05.2022

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৫৫১০০৯৩৩
Email: dss.mopme@gmail.com

চলমান পাতা/৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম - ২০২২

রূপকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক।

অভিলক্ষ্য

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি।

শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার ধারনা

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা।

জ্ঞান	দক্ষতা	মূল্যবোধ	দৃষ্টিভঙ্গি
➢ নিজ, সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ ➢ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্তঃবিষয়ক সংযোগ স্থাপন। ➢ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ বহির্ভূত ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন।	➢ সূক্ষ্মচিন্তন ও সমস্যা সমাধান ➢ সৃজনশীল চিন্তন ও কল্পনা ➢ মৌলিক ও ডিজিটাল সাক্ষরতা ➢ সহযোগিতা ও যোগাযোগ ➢ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্ব-ব্যবস্থাপনা ➢ অভিযোজন ➢ বিশ্ব নাগরিকত্ব	➢ সংহতি ➢ দেশপ্রেম ➢ পরমতসহিষ্ণুতা ➢ শ্রদ্ধা ➢ সহমর্মিতা	➢ ইতিবাচক ➢ গঠনমূলক

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সী শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২

শিখন ক্ষেত্র ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিখন ক্ষেত্র	বয়স ৪+ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বয়স ৫+ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে সাবলীলভাবে নিজে ও অন্যের সহায়তায় বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে পারা।	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে সাবলীলভাবে নিজে ও অন্যের সহায়তায় বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম (moderately complex) ও খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণ করে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ (আঁকিবুকি ও রং করা) করতে পারা।	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ, অনুসরণ ও মুক্তহস্তে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ (আঁকিবুকি ও রং করা) করতে পারা।
	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারা।	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার ও প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্যদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ আত্মসচেতন হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৩ আত্মসচেতন হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে যেকোনো কাজ, আদেশ, অনুরোধ প্রতিপালন করা।	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে যেকোনো কাজ, আদেশ, অনুরোধ প্রতিপালন করা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম (৪+বয়সীদের জন্য)

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন শেখানো কার্যক্রম		মূল্যায়ন নির্দেশনা		শিখন শেখানো সামগ্রী
			পদ্ধতি	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস	
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।	১.১.১ সহায়তা নিয়ে ও সাবলীলভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	নির্দেশনা অনুসরণ করে হাত ও পা ব্যবহার করে বয়স উপযোগী ব্যায়াম করা।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি/চিত্র /ভিডিও
		১.১.২ সহায়তা নিয়ে ও সাবলীলভাবে নিজে দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।		দৈনন্দিন কাজের ভূমিকাভিনয় ও বাস্তব অনুশীলন (যেমন: বোতাম লাগানো-খোলা, চুল-আঁচড়ানো, দাঁত ব্রাশ করা, জুতা পরা ইত্যাদি)।			শিক্ষক সহায়িকা খেলাধুলার বিভিন্ন উপকরণ (যেমন: রশি, চক/কাঠি, বল, তিন-চাকার সাইকেল ইত্যাদি)
		১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধূলা করতে পারবে।		ভারসাম্য রক্ষার বিভিন্ন কাজ ও খেলা যেমন: হাঁটাচলা, দৌড়ানো, মেঝেতে/খেলার মাঠে সরলরেখা টেনে/রশির ওপর দিয়ে হাঁটা, চোখ ও হাতের সমন্বয় করে খেলা/কাজ, তিন-চাকার সাইকেল চালনা, একপায়ে হাঁটা/পা বদল করে হাঁটা, বলে লাথি মারা)।			
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।	১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি, রং করা এবং আকার-আকৃতির ওপর রং করা (বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ)।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি আঁকা ও চিত্রকলার বিভিন্ন উপকরণ (যেমন: খাতা, স্লেট, পেন্সিল, রং-পেন্সিল,

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: প্রাথমিক শিক্ষাক্রম **সময়:** ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : [১.২.৪] প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সীদের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন

অগ্রগতি : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৫+ বয়সীদের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সম্পন্ন হয়েছে এবং এনসিসিসি কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে।

অগ্রগতির হার : ১০০%

মন্তব্য :

সংযুক্তি : এনসিসিসি কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

(প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান)

সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি

ফোন: ২২৩৩-৫৫০৩৮

ই-মেইল: **memberprimary@nctb.gov.bd**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয় -১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

বিষয়: প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি	: মো: আমিনুল ইসলাম খান সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	: ২২ জুন, ২০২২ খ্রি.।
সভার স্থান	: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত।

১। জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (প্রাথমিক) এর সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি সভা আয়োজনের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের বিস্তারিত শিক্ষাক্রম অনুমোদনের পূর্বে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অন্যান্য অংশীজনের চাহিদার বিষয়গুলো বিবেচনা করে শিক্ষাক্রমকে আরো কিভাবে কার্যকর ও শিক্ষার্থী বান্ধব করা যায় এ বিষয়ে সভার সদস্যদের মতামত দেয়ার আহবান জানান।

২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম প্রস্তাবিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২, "জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা- ২০২১" এ উল্লেখিত যোগ্যতা ও শিখন ক্ষেত্রসমূহ অনুসরণ করে উন্নয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ এ ২০১১ সালের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর তুলনায় মনোপেশীজ ও আবেগিক ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সক্রিয়-শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখনের তিনটি ক্ষেত্র: জ্ঞান, মনোপেশীজ এবং আবেগিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনায়ন করা হয়েছে।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ (৪+উন্নয়ন ও ৫+ পরিমার্জন) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন (সংলগ্নী-১)।

৪। কমিটির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর সালেহ মতিন বলেন, খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এ বর্ণিত লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। তিনি খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্যকে শিক্ষাক্রম এর একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেন। শিখনক্ষেত্রের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, ''জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১" এ বর্ণিত সব শিখনক্ষেত্রসমূহ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থীর বয়স বিবেচনা করে স্তর-ভিত্তিক শিখনক্ষেত্র বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি Action Verb এর বিপরীতে সুনির্দিষ্টভাবে শিখনফল প্রণয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। তিনি এরূপ শিখনফলসমূহ পরিমার্জনের সুপারিশ করেন।

৫। প্রফেসর ড. মো: আবদুল হালিম, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 'চার বছর বয়সী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিকাশের ক্ষেত্রে খুব একটা পার্থক্য নেই' বিধায় খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে দুইটি আলাদা শ্রেণিতে বিভাজিত না করে একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। তিনি খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রস্তাবিত আড়াই ঘন্টা শিখন সময় শেষে শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন, যাতে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি সময় আনন্দময় শিখন পরিবেশে থাকতে পারে। তিনি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬। প্রফেসর ড. এম এ মান্নান, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ এ বর্ণিত বিস্তারিত শিক্ষাক্রম এর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে এনসিটিবি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের দৃষ্টি আর্কষণ করেন এবং তা সংশোধনের পরামর্শ দেন। তিনি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহের সাথে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাসমূহের সুষম

চলমান পাতা/২

সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও দলিলপত্রাদি শিক্ষাক্রমের সংলগ্নীতে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। তিনি শিশুর মানসিক বিকাশ বিবেচনায় চার বছর বয়সী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আলাদা শ্রেণি থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করেন।

৭। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের নতুন কারিকুলাম এর সাফল্য কামনা করেন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তিনি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৮। প্রফেসর ড. মেহজাবিন হক, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল বিবেচনায় খসড়া প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিখনক্ষেত্রটি বাদ দেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি শিশুর মানসিক বিকাশ বিবেচনায় চার বছর বয়সী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য দুটি আলাদা শ্রেণি রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। তিনি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং ভবিষ্যতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯। সভার সভাপতি সদস্যদের আলোচনা শেষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ এর উন্নয়ন ও পরিমার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (প্রাথমিক) এর সদস্যবৃন্দের আলোচনায় যে সকল মতামত উঠে এসেছে, সেগুলো প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ পূর্বক খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় অংশগ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং উপস্থাপিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (৪+ উন্নয়ন ও ৫+ পরিমার্জন) অনুমোদনের জন্য সম্মানিত সকল সদস্যের প্রতি তিনি আহবান জানান।

১০। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১০.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (৪+ উন্নয়ন ও ৫+ পরিমার্জন)- ২০২২ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

১০.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিখনক্ষেত্রটি বাদ দিতে হবে।

১০.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ আরো সহজ ভাষায়, সংক্ষিপ্ত ও সকলের জন্য বোধগম্য করতে হবে।

১০.৪ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের যোগ্যতায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের মধ্যে বিভাজন রেখা না টেনে তা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

১০.৫ শিক্ষাক্রমের পরবর্তী উন্নয়ন ও পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

১০.৬ চার বছর বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঁচ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষক সহায়িকাসহ শিখন-শেখানো সামগ্রি রচনা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ নির্বাচিত বিদ্যালয়ে পাইলটিং এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে পাইলটিং এর পরে তা পুনঃপর্যালোচনা করা হবে।

১১। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০৬/২০২২

মো: আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (প্রাথমিক)

নং-৩৮.০০.০০০০.০০৭.০৭.০১০.২০২০-**১৪৬**

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ২৮ জুন ২০২২

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২. জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩. প্রফেসর নেহাল আহমেদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
৪. জনাব মো: শাহ আলম, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ।
৫. প্রফেসর মো: ফরহাদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
৬. প্রফেসর কায়সার আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. জনাব লাকী ইনাম, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিশু একাডেমি, ঢাকা।
৮. প্রফেসর ড. মো: আবদুল হালিম, পরিচালক, শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. ড. উত্তম কুমার দাশ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রফেসর ড. এম এ মান্নান, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. প্রফেসর (অব:) ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. প্রফেসর (অব:) ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩. অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হক, চেয়ারপার্সন, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. প্রফেসর (অব:) ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
১৫. প্রফেসর সালেহ মতিন, মহাপরিচালক (অব:) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
১৭. প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
১৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. জনাব কামরুজ্জামান, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (পিটিআই), ঢাকা।
২১. অফিস কপি।

28.05.2022

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৫৫১০০৯৩৩
Email: dss.mopme@gmail.com

চলমান পাতা/৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম - ২০২২

রূপকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক।

অভিলক্ষ্য

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি।

শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার ধারনা

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা।

জ্ঞান	দক্ষতা	মূল্যবোধ	দৃষ্টিভঙ্গি
➢ নিজ, সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ ➢ সূক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্তঃবিষয়ক সংযোগ স্থাপন। ➢ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ বহির্ভূত ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন।	➢ সূক্ষ্মচিন্তন ও সমস্যা সমাধান ➢ সৃজনশীল চিন্তন ও কল্পনা ➢ মৌলিক ও ডিজিটাল সাক্ষরতা ➢ সহযোগিতা ও যোগাযোগ ➢ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্ব-ব্যবস্থাপনা ➢ অভিযোজন ➢ বিশ্ব নাগরিকত্ব	➢ সংহতি ➢ দেশপ্রেম ➢ পরমতসহিষ্ঞতা ➢ শ্রদ্ধা ➢ সহমর্মিতা	➢ ইতিবাচক ➢ গঠনমূলক

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সী শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২

শিখন ক্ষেত্র ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিখন ক্ষেত্র	বয়স ৪+ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বয়স ৫+ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে সাবলীলভাবে নিজে ও অন্যের সহায়তায় বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে পারা।	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে সাবলীলভাবে নিজে ও অন্যের সহায়তায় বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম (moderately complex) ও খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণ করে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ (আঁকিবুকি ও রং করা) করতে পারা।	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ, অনুসরণ ও মুক্তহস্তে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ (আঁকিবুকি ও রং করা) করতে পারা।
	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারা।	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার ও প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্যদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ আত্মসচেতন হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৩ আত্মসচেতন হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে যেকোনো কাজ, আদেশ, অনুরোধ প্রতিপালন করা।	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে যেকোনো কাজ, আদেশ, অনুরোধ প্রতিপালন করা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম (৫+ বয়সীদের জন্য)

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন শেখানো কার্যক্রম		মূল্যায়ন নির্দেশনা		শিখন শেখানো সামগ্রী
			পদ্ধতি	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস	
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত ও বাধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম, (Moderately complex) খেলাধুলা করতে পারা।	১.১.১ সাবলীলভাবে অন্যের সহায়তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	নির্দেশনা ও বাস্তব প্রদর্শন অনুসরণ করে হাত, পা, ঘাড়, কোমর ব্যবহার করে বয়স উপযোগী ব্যায়াম করা।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি/চিত্র/ভিডিও
		১.১.২ সাবলীলভাবে অন্যের সহায়তা ছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে।	খেলা অনুশীলন ভূমিকাভিনয় আলোচনা	দৈনন্দিন কাজের ভূমিকাভিনয়। বাস্তব অনুশীলন (যেমন: হাঁটা, দৌড়ানো, খেলনা, বইপত্র ও কাপড় গুছিয়ে রাখা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে জিনিসপত্র সরানো ইত্যাদি)।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি/চিত্র/ভিডিও
		১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	শ্রেণিকক্ষ ও বাইরের খেলা (যেমন: হাঁটাচলা, দৌড়ানো, চিত্র আঁকা, রশির ওপর দিয়ে হাঁটা, এক পায়ে হাঁটা, গতি নিয়ন্ত্রণ করে বলে লাথি মারা, ধরা-ছোঁয়া, উঁচু-নিচুতে ওঠা-নামা, দুই-চাকার সাইকেল চালনা, পা বদল করে/এক পায়ে ভর করার কাজ/খেলার অনুশীলন)।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা খেলাধুলার বিভিন্ন উপকরণ ছবি/চিত্র/ভিডিও

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : **[১.৩.১] পাইলটিং রিপোর্টের আলোকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন।**

অগ্রগতি : সম্পন্ন হয়েছে ।

অগ্রগতির হার : ১০০%

মন্তব্য :

সংযুক্তি :

(প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান)
সদস্য (শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩৫০০৫৮
ই-মেইল: membercurriculum@nctb.gov.bd

৯.৬.৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বাংলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর
জফির সেতু
তাসমিয়া নওরীন
ত ন ম জাকিয়া বারিরা
প্রণয় ভূঞা
মোহাম্মদ ইউসুফ
ফিরোজ আল ফেরদৌস

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Designed by National Curriculum and Textbook Board as a Textbook for Class Six from the academic year 2023 according to the Curriculum of 2022

ENGLISH

Class VI

(Experimental Version)

Authors & Editors

Rubaiyat Jahan

Md. Samyul Haque

Dr. Bijoy Lal Basu

Md. Abdul Karim

Md. Nasir Uddin

Abu Nasar Mohammed Tofail Hossain

Shakina Akter

Mohammad Delower Hossain

Dr. Md. Saiful Malak

National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

গণিত

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মো: আব্দুল হাকিম খান
ড. মো: আব্দুল হালিম
ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার
নওরীন ইয়াসমিন
মোহাম্মদ মুনছুর সরকার
সকাল রায়
রতন কান্তি মন্ডল
মো: মোখলেস উর রহমান
মোছা: নুরুন্নেসা সুলতানা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং
২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন

অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি

অধ্যাপক স্বাধীন সেন

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

ড. সুমেরা আহসান

মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান

রায়হান আরা জামান

উমা ভট্টাচার্য্য

সিদ্দিক বেলাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা
ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমীর হোসেন
ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ
ইফফাত নাওমী
মুহাম্মদ আবুল মনসুর
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

ড. ময়না তালুকদার

সুবর্ণা সরকার

বিপ্লব মল্লিক

ড. শিশির মল্লিক

পরিমল কুমার মন্ডল

ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. এম. তারিক আহসান

অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল

অধ্যাপক ড. ফরিদা চৌধুরী

সুমাইয়া খানম চৌধুরী

মির্জা মোহাম্মদ দিদারুল আনাম

ড. ওমর শেহাব

আফিয়া সুলতানা

ড. মোহাম্মদ কামরুল হক ভূঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

জীবন ও জীবিকা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ মুরশীদ আকতার
মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন
সৈয়দ মাহফুজ আলী
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
শাকিল আহমেদ
সিফাতুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

আরিফা রহমান

অনুপম বড়ুয়া

উৎপল চাকমা

শিপ্রা বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Designed by National Curriculum and Textbook Board as a Textbook for Class Seven from the academic year 2023 according to the Curriculum of 2022

English

Class VII

(Experimental Version)

Authors & Editors

Rubaiyat Jahan

Md. Samyul Haque

Dr. Bijoy Lal Basu

Md. Abdul Karim

Md. Nasir Uddin

Abu Nasar Mohammed Tofail Hossain

Shakina Akter

Mohammad Delower Hossain

Dr. Md. Saiful Malak

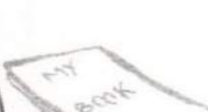

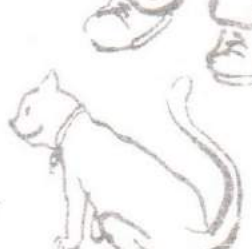

National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বাংলা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর

জফির সেতু

ত ন ম জাকিয়া বারিরা

প্রণয় ভূঞা

ফিরোজ আল ফেরদৌস

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং
২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

গণিত

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ডঃ মোঃ আব্দুল হাকিম খান

ডঃ মোঃ আব্দুল হালিম

ডঃ চন্দ্রনাথ পোদ্দার

নওরীন ইয়াসমিন

মোহাম্মদ মুনছুর সরকার

ডি.এম জুনায়েদ কামাল

রতন কান্তি মন্ডল

সকাল রায়

প্রত্যয় ঘোষ

আসিফ বায়েজিদ

মোঃ মোখলেস উর রহমান

মোছাঃ নুরুন্নেসা সুলতানা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং
২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন

অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি

অধ্যাপক স্বাধীন সেন

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

ড. আনিসা পারভীন

ড. সুমেরা আহসান

মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান

সিদ্দিক বেলাল

উমা ভট্টাচার্য্য

বহ্নি বেপারী

সানজিদা আরা

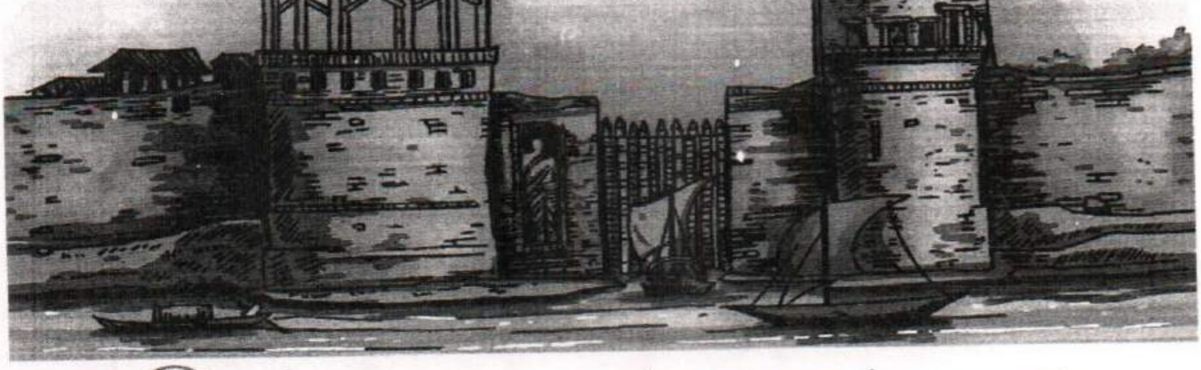

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

জীবন ও জীবিকা

সপ্তম শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ মুরশীদ আকতার
মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন
সৈয়দ মাহফুজ আলী
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়
হাসান তারেক খাঁন
মিশাল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা

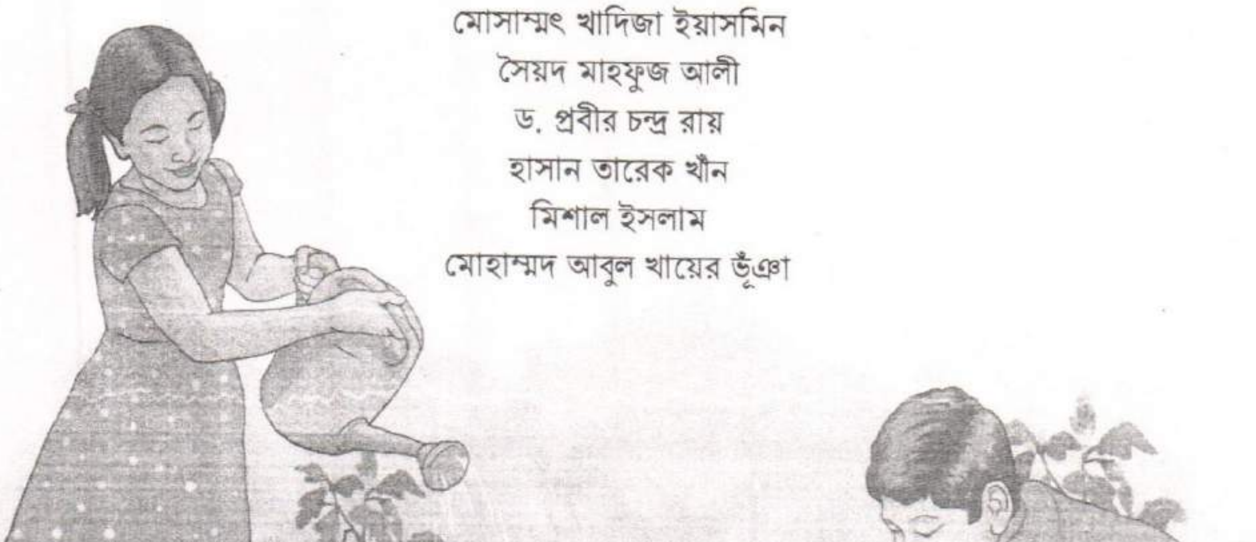

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা ও সম্পাদনা

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

ড. ময়না তালুকদার

সুবর্ণা সরকার

ড. শিশির মল্লিক

বিউটি সাহা

ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সপ্তম শ্রেণিতে পাইলটিংয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য বই

বৌদ্ধধর্ম

সপ্তম শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা
ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া
আরিফা রহমান
অনুপম বড়ুয়া
উৎপল চাকমা
শিপ্রা বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : **[১.৩.২] অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির বিস্তারিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।**

অগ্রগতি : ~~না~~ শ্রেণিভিত্তিক শিখনক্রম (লার্নিং কনটিনিয়াম) সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত শিক্ষাক্রমের কাজ সম্পন্ন হয়নি।

অগ্রগতির হার : ১০%

মন্তব্য : আগামী ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংযুক্তি :

(প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান)
সদস্য (শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩৫০০৫৮
ই-মেইল: membercurriculum@nctb.gov.bd

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : [১.৩.৩] ৮ম থেকে ৯ম শ্রেণির শিখন সামগ্রী উন্নয়ন।

অগ্রগতি : বিস্তারিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর কাজ শুরু হবে।

অগ্রগতির হার : 0 %

মন্তব্য : আগামী জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৩ সময়ে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংযুক্তি :

(প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান)
সদস্য (শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩৫০০৫৮
ই-মেইল: membercurriculum@nctb.gov.bd

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : **[১.৩.৪] এনটিভিকিউএফ লেভেল-২ এবং লেভেল-৩ এলাইন করে পরিমার্জিত পাঠ্যসূচির আলোকে ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপি প্রণয়ন।**

অগ্রগতি : সম্পন্ন হয়েছে।

অগ্রগতির হার : ১০০%

মন্তব্য :

সংযুক্তি :

(প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান)
সদস্য (শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩৫০০৫৮
ই-মেইল: membercurriculum@nctb.gov.bd

২.৬.৪

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম ভাষণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন -'বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি ।'

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমস-এ বাংলাদেশ

২০১৯ সালে আবুধাবিতে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বাংলাদেশের ১৩৯ সদস্যের দল অংশগ্রহণ করে। গেমসে ২২টি সোনা, ১০টি রুপা এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে লাল-সবুজেরা। ২০১৫ সালে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত এই গেমসে ১৮টি সোনা, ২২টি রুপা ও ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল বাংলাদেশ। স্পেশাল অলিম্পিকস এ বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ২১৬টি সোনা, ১০৯টি রুপা এবং ৮৪টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি প্রতিবারই স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে সাফল্য অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন এবং গণভবনে নিজেই তাদের সংবর্ধিত করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও অটিজম নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এমন উৎসাহ ভবিষ্যতের স্পেশাল অলিম্পিকস ওর্য়াল্ড গেমসে বাংলাদেশকে আরও বিশাল বিজয়ের পথে এগিয়ে নিবে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

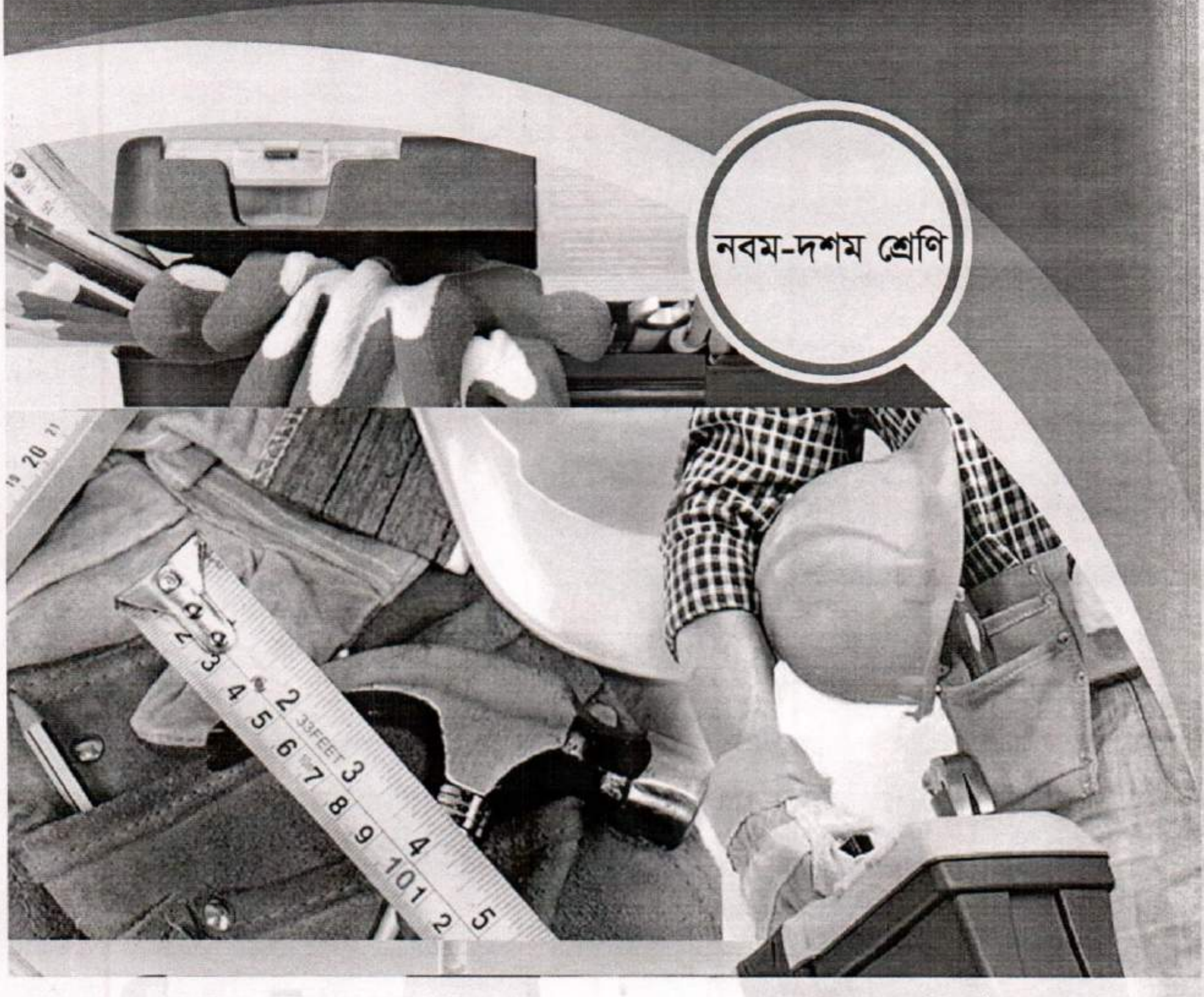

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে ক্ল্যারিজেস হোটেলের প্রেস কনফারেন্সে বিশ্ব মিডিয়ার মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"
- "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ"
- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

— বঙ্গবন্ধু

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী

অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দলের অর্জন: বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ

২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, লাওস, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর নারী ফুটবলাররা অংশগ্রহণ করেন। লাল-সবুজের প্রতিনিধি বাংলাদেশ দল দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে পৌঁছে যায় । তবে বাংলাদেশ-লাওস ফাইনাল খেলাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাতিলের সিদ্ধান্ত হলে উভয় দলকেই যুগ্মভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

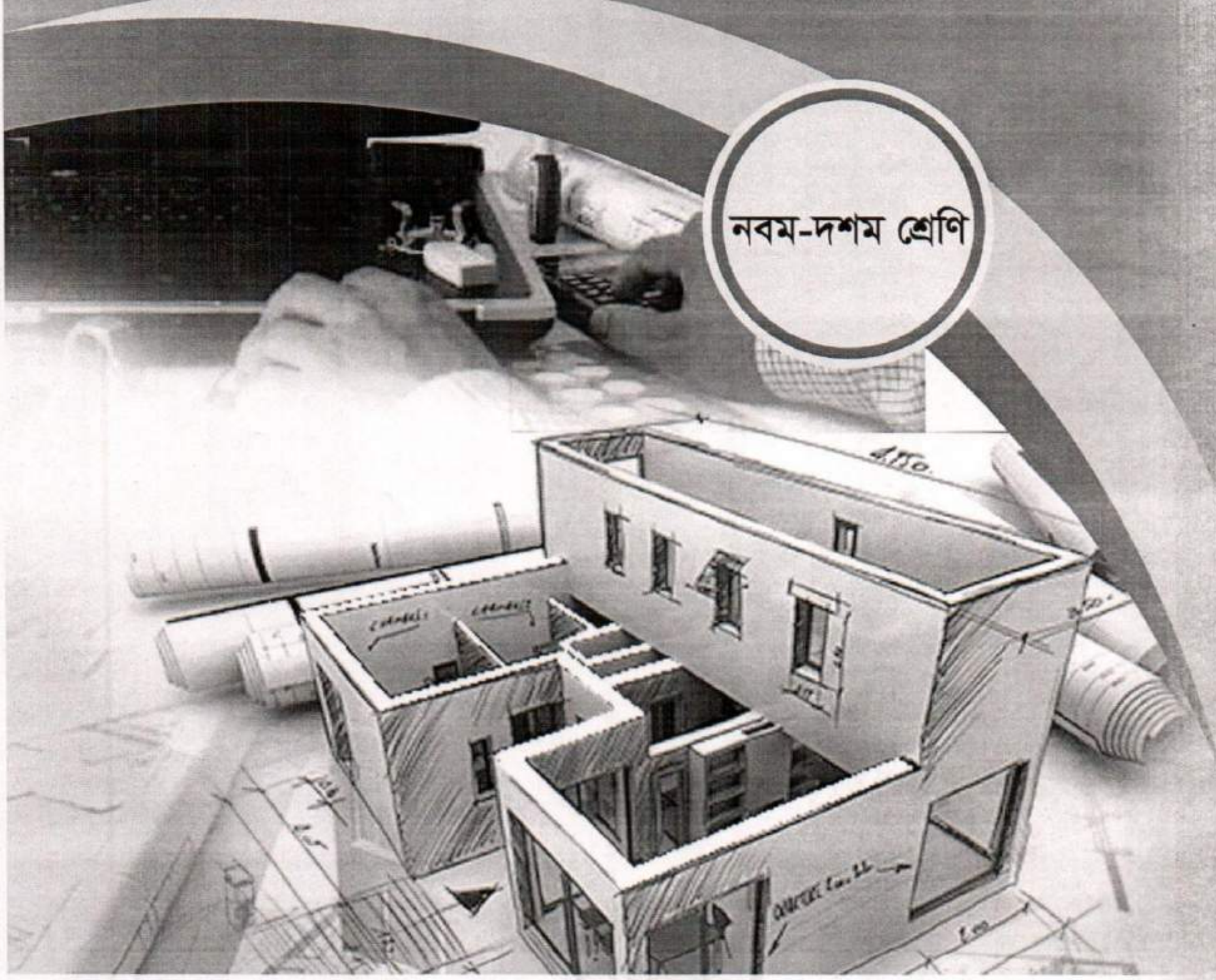

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর পুনর্বাসন, স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ফেরত পাঠানো, মাত্র দশ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রণয়ন এ সবই বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম

মানুষের চিন্তা, আবেগ ও আচরণ এই তিন মিলেই হলো মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহপাঠক্রমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সংগীত, চিত্রকলা, খেলাধুলা, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোবৃত্তি তৈরি করে সুস্থ রাখে; যেকোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে এবং সমাজে নিজেকে উৎপাদনশীল রাখে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' যার ভিশন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ' এ প্রথম ঘোষণা করা হয় যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৬ সালে 'উন্নয়নে আইসিটি পুরস্কার' অর্জন করেন ।
- বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৭৫ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪টি ইউনিয়নে ওয়াইফাই রাউটার (Wifi Router) স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আইটি সেক্টরে বহুমানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সঙ্গে পরিচিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী

ডিজিটাল তথ্য সেবাঃ টেলিমেডিসিন ও কৃষি কল সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০৮ সালে। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রায় সকল সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে সরকার।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সহজে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮টি হাসপাতালে বর্তমানে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে রোগীগণ বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। মোবাইলের মাধ্যমেও রোগীগণ বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। করোনা মহামারির সময়ে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল কৃষি সেবা- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। কৃষি কল সেন্টারটি খামারবাড়ি, ঢাকাতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন দেশের জনগণ।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ
কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘন্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

● ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রাখে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

● ১৭ই মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু তাঁদের দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। বিদেশে অবস্থানকালেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং জনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৬ বছরের নির্বাসিত, দুঃসহ প্রবাস জীবনের সমাপ্তি টেনে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমস-এ বাংলাদেশ

২০১৯ সালে আবুধাবিতে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বাংলাদেশের ১৩৯ সদস্যের দল অংশগ্রহণ করে। গেমসে ২২টি সোনা, ১০টি রুপা এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে লাল-সবুজেরা। ২০১৫ সালে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত এই গেমসে ১৮টি সোনা, ২২টি রুপা ও ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল বাংলাদেশ। স্পেশাল অলিম্পিকস এ বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ২১৬টি সোনা, ১০৯টি রুপা এবং ৮৪টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি প্রতিবারই স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে সাফল্য অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন এবং গণভবনে নিজেই তাদের সংবর্ধিত করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও অটিজম নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এমন উৎসাহ ভবিষ্যতের স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বাংলাদেশকে আরও বিশাল বিজয়ের পথে এগিয়ে নিবে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন

উইং: শিক্ষাক্রম

সময়: ১ জুলাই,২০২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মসম্পাদন সূচক : [১.৩.৫] পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন।

অগ্রগতি : শিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকার খসড়া হয়েছে। চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

অগ্রগতির হার : ৮০%

মন্তব্য : আগামী ১২-১৪ অক্টোবর, 2022 তারিখে চূড়ান্তকরণের কাজ সম্পন্ন হবে।

সংযুক্তি :

(প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান)
সদস্য (শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩৫০০৫৮
ই-মেইল: membercurriculum@nctb.gov.bd

১.৩.৫

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বাংলা: ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আউটলাইন

সময়কাল: ১৮-২২ ডিসেম্বর, ২০২২

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির
বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে রচিত

বাংলা

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

প্রণয় ভূঞাঁ

তারিক মনজুর

জফির সেতু

ত ন ম জাকিয়া বারিরা

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বিষয়: গণিত

কর্মদিবস ১

অধিবেশন ১ গণিত বিষয়ের ধারণায়ন — সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় গণিত বিষয়ের ধারণায়ন, ডাইমেনশন, গণিত বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, গণিত বিষয়বস্তুর সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : গণিত বিষয়ের ধারণা এবং ডাইমেনশন

কাজ-খ : গণিত বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আর্ট পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, নেম ট্যাগ, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ক্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণ সংবলিত পিপিটি তৈরি করে রাখুন এবং প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানোর ব্যবস্থা রাখুন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুতকৃত পিপিটি আগেই পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নোট বুক, কলম, পেন্সিল ও পোস্টার পেপার গুছিয়ে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: গণিত বিষয়ের ধারণায়ন এবং ডাইমেনশন

১. বিরতির পর শুভেচ্ছা বিনিময় করে আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করুন।

২. উদ্দেশ্য বর্ণনার পর পিপিটি প্রদর্শন করে গণিত বিষয়ের ধারনায়ন এবং এ বিষয়ের চারটি ডাইমেনশন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করুন। এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিচে সহায়ক তথ্য হিসেবে দেয়া হলো। প্রয়োজনে দেখে নিন।

কর্মদিবস ১

অধিবেশন ১ গণিত বিষয়ের ধারণায়ন

সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় গণিত বিষয়ের ধারণায়ন, ডাইমেনশন, গণিত বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, গণিত বিষয়বস্তুর সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : গণিত বিষয়ের ধারণা এবং ডাইমেনশন

কাজ-খ : গণিত বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আর্ট পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, নেম ট্যাগ, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ক্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণ সংবলিত পিপিটি তৈরি করে রাখুন এবং প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানোর ব্যবস্থা রাখুন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুতকৃত পিপিটি আগেই পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নোট বুক, কলম, পেন্সিল ও পোস্টার পেপার গুছিয়ে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: গণিত বিষয়ের ধারণায়ন এবং ডাইমেনশন

১. বিরতির পর শুভেচ্ছা বিনিময় করে আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করুন।

২. উদ্দেশ্য বর্ণনার পর পিপিটি প্রদর্শন করে গণিত বিষয়ের ধারনায়ন এবং এ বিষয়ের চারটি ডাইমেনশন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করুন। এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিচে সহায়ক তথ্য হিসেবে দেয়া হলো। প্রয়োজনে দেখে নিন।

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি 20/09/22

20/09/22

ডিজিটাল প্রযুক্তি

১৯.৯.২২

টিচার্স ম্যানুয়েল – ফার্স্ট ড্রাফট

কর্মদিবস-১

অধিবেশন ৩: বিষয়ের ধারণায়ন **সময় : ৬০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
- ডায়াগ্রাম পর্যালোচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ধারণায়ন বর্ণনা করতে পারা;
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল ডাইমেনশনগুলো বিশ্লেষন করতে পারা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
কাজ-খ : বিষয়ের ধারণায়ন
কাজ-গ : বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম
কাজ-ঘ : মূল ডাইমেনশন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, ভিপ কার্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ১.৩, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশনের কাজ: গ এর জন্য একটি পোস্টার পেপারে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ডায়াগ্রামটি এঁকে রাখতে হবে যেন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে বিদ্যুৎ না থাকলেও ডায়াগ্রামটি প্রদর্শন করা যায়। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করে নিতে পারেন, রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকার সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণের প্রতিফলন লিখে রাখার জন্য একটি ডায়েরি সঙ্গে নিন।

শিক্ষাক্রম-২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা

পৃষ্ঠা ১- দুটি কথা/মুখবন্ধ/প্রসংকথা (নতুন শিক্ষাক্রমের বিশেষত্ব, ম্যানুয়াল কীভাবে ব্যবহার করবে, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা/ আশাবাদ)

পৃষ্ঠা ২- স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের শ্রেণিশিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সময়সূচি

পৃষ্ঠা ৩- ম্যানুয়াল সংগঠন (মোট অধিবেশন সংখ্যা, আইকন পরিচিতি, ব্যবহৃত নতুন/বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা)

পৃষ্ঠা ৪- ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ

পৃষ্ঠা ৫- সূচিপত্র

পৃষ্ঠা ৬- অধিবেশন ১ দিয়ে শুরু.........

অধিবেশন ৩: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন শেখানো সামগ্রীর পরিচিত

সময় : ১৪.০০ – ১৫.০০ (৬০মি)

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী, ধারণায়ন, বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম ও মূল ডাইমেনশন এর সাথে পরিচিত হওয়া।

পদ্ধতি ও কৌশল

এনার্জাইজার, পিপিটি প্রেজেন্টেশন, প্রশ্নোত্তর

বিষয়বস্তু

কাজ-ক: বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
কাজ-খ: বিষয়ের ধারণায়ন ,বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম ও মূল ডাইমেনশন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পিপিটি, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, আর্ট পেপার, মার্কার, বোর্ড, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, ও পেন্সিল।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন।
- বিষয়ের ধারণায়ন ব্যাখ্যার জন্য ১.৩.২, ১.৩.৩ এর সহায়ক তথ্য অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত পিপিটি পড়ে বুঝে নিন। পিপিটি'র সফট কপি ও একটি প্রিন্ট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।
- পিপিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা না থাকলে ১.৩.২, ১.৩.৩ এর সহায়ক তথ্য অনুযায়ী আর্ট পেপার বা পোষ্টার পেপারে প্রেজেন্টেশন ও বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম প্রস্তুত করে নিন।

শিক্ষাক্রম-২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বিষয়: শিল্প ও সংস্কৃতি

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সূচি

ভেন্যু: ...., ... উপজেলা, জেলা:

সময়কাল:

অংশগ্রহণকারী: বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক

বিষয়ের নাম: শিল্প ও সংস্কৃতি

সময়	সেসন শিরোনাম	মূল বিষয়
		প্রথম দিন
০৯.০০ - ০৯.৩০	**উদ্বোধনী অধিবেশন ও প্রি-টেস্ট**	
০৯.৩০ - ১০.৩০	প্রশিক্ষণ আউটলাইন	▪ আইস ব্রেকিং ▪ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা ▪ প্রশিক্ষণ আউট লাইন ▪ প্রশিক্ষণের গ্রাউন্ডরুল নির্ধারণ
১০.৩০ - ১১:০০	চা বিরতি	
১১.০০ - ১৩.০০	জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি	- পটভূমি - যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম - রূপকল্প - যোগ্যতা ও বিষয় নির্বাচন - শিখন শেখানো পদ্ধতি - মূল্যায়ন - ইনক্লুশন ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা - শিক্ষাক্রমের মূল পরিবর্তনসমূহ - প্রশ্ন উত্তর
১৩.০০ - ১৪.০০		মধ্যাহ্ন বিরতি
১৪.০০ - ১৫.০০	বিষয়ের ধারণায়ন	- বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী - বিষয়ের ধারণায়ন - বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম - মূল ডাইমেনশন
১৫.০০ - ১৫.৩০		চা বিরতি
১৫.৩০ - ১৭.০০	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন শেখানো সামগ্রী পরিচিতি	- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী - শিখনক্রম - ৬ষ্ঠ শ্রেণির যোগ্যতা

বিষয়: বিজ্ঞান

অধিবেশন ৩: বিষয়ের ধারণায়ন **সময়: ১৪.০০-১৫.০০ [৬০ মিনিট]**

কর্মদিবস-১

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান বিষয়টিকে কীভাবে দেখা হয়েছে তার প্রাথমিক ধারণা দেওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক: বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

কাজ-খ: বিষয়ের ধারণায়ন (বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম, বিজ্ঞান বিষয়ের ডাইমেনশন)

প্রয়োজনীয় উপকরণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ভিপ-কার্ড (৪''x৬'' আর্ট পেপার), পিপিটি ৩.১ (বিষয়ের ধারণায়ন, ডায়াগ্রাম ও ডাইমেনশন নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি রাখুন)

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। দলগত মতামত প্রকাশের ছক ফটোকপি করে রাখুন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত পিপিটি ৩.১ তৈরি করে রাখুন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিপ-কার্ড, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি প্রস্তুত রাখুন। সহায়ক তথ্য ৩.২ এর সম্ভাব্য উত্তর এবং ৩.৩ এ উল্লিখিত উত্তরের স্বপেক্ষে যুক্তিসমূহ আত্মস্থ করে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী **সময়: ১০ মিনিট**

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।

২. এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং সময়সীমা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিন।

৩. সহায়ক তথ্য ৩.১ থেকে *বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা বিবরণী* পাঠ করতে বলুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীরা ৩.১ পড়ে কী বুঝতে পারলেন তা জানুন এবং তাদের কোনো প্রশ্ন/ফিডব্যাক থাকলে আলোচনা করুন।

ইসলাম শিক্ষা
20/07/22

অধিবেশন ৪: বিষয়ের ধারণায়ন

কর্মদিবস-১ **সময় : ৬০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এর আলোকে ইসলাম শিক্ষার শিক্ষাক্রম, বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : উজ্জীবিতকরণ	(৫ মিনিট)
কাজ-খ : শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুসারে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী	(১০ মিনিট)
কাজ-গ : বিষয়ের ধারণায়ন	(৩০ মিনিট)
কাজ ঘ : শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী	(১৫ মিনিট)

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০১২ এর প্রিন্ট কপি, আর্ট পেপার / পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, চক, বোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (যদি থাকে), ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- নতুন শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে প্রশিক্ষণার্থীদের ইসলাম ধর্ম বিষয়ে ধারনা প্রদানের পূর্বে নিজে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে নিন এবং আত্মস্থ করুন।
- বিষয়ের ধারণায়নের জন্য আপনাকে একটি ডায়াগ্রাম দেখাতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের বোঝার সুবিধার্থে একটি বড় আর্ট পেপার বা পোস্টার পেপারে ডায়াগ্রামটি এঁকে ফেলতে পারেন। অথবা প্রশিক্ষণকক্ষে প্রোজেক্টর ব্যবহারের সুবিধা থাকলে ডায়াগ্রামটি প্রজেক্ট করে দেখাতে পারেন।
- বিষয়ের ধারণায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড এবং ল্যাপটপ অথবা পোস্টার পেপার এবং মার্কার গুছিয়ে নিন।

অধিবেশন ৩: হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়ন

কর্মদিবস-১ সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়ন ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
কাজ-খ : বিষয়ের ধারণায়ন
কাজ-গ : বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম
কাজ-ঘ : মূল ডাইমেনশন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পোস্টার কাগজ
- মার্কার পেন / চক
- বোর্ড
- ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট
- নোটবুক
- কলম, পেন্সিল
- প্রজেক্টর (সম্ভব হলে)
- ল্যাপটপ (সম্ভব হলে)

সহায়কের করণীয় প্রস্তুতি

খ্রীষ্টধর্মের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য

প্রশিক্ষকের সারগ্রন্থ/Manual

কর্মদিবস ১

সেশন ১
প্রশিক্ষণ রূপরেখা

সেশন ২
শিক্ষাক্রম রূপরেখা পরিচিতি

সেশন ৩-৪
বিষয়ের ধারণায়ন

সেশনের উদ্দেশ্য

- খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে নতুন শিক্ষাক্রম রূপরেখা সাপেক্ষে ধারণা দেওয়া।
- বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান।
- পূর্বের অধিবেশনের সাথে এই অধিবেশনের বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন।

উপকরণ

- পোস্টার কাগজ
- Projector (সম্ভব হলে)
- Laptop (সম্ভব হলে)

প্রস্তুতি

- এবার নিচের বিষয়বস্তুটুকু প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলুন। লক্ষ করুন, আপনাকে একটি বিষয়বস্তুর diagram এই অধিবেশনে দেখাতে হবে। শিক্ষকদের বোঝার সুবিধার্থে একটি বড় পোস্টার কাগজে এখানে দেওয়া diagram-টি এঁকে ফেলতে পারেন। যদি প্রশিক্ষণকক্ষে projector-এর ব্যবস্থা থাকে তবে এটা project করেও দেখাতে পারেন।
- আপনি যদিও নিচের বিষয়বস্তু মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, তারপরও আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই এবং আবারও মনে করিয়ে দেই জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এ প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন এবং ধারণায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুগুলোকে কীভাবে দেখতে চাওয়া হচ্ছে, সেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এরপর এই বিষয়গুলোর সাপেক্ষে আবার প্রতিটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে, সেই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই কথাগুলোই আসলে যথাক্রমে বিষয়ভিত্তিক ধারণা (খ্রীষ্টধর্মের) এবং শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা (প্রতিটি শ্রেণির জন্য)।
- লক্ষ করুন, এখানে ষষ্ঠ শ্রেণি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা অংশ আছে। আপনি যদি ষষ্ঠ শ্রেণির প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য অধিবেশন পরিচালনা করেন, তবে ষষ্ঠ শ্রেণির অংশটুকু পড়ুন। আর সপ্তম শ্রেণির জন্য হলে সপ্তম শ্রেণির অংশটুকু পড়ুন।

বৌদ্ধধর্ম : প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

কর্মদিবস ১

উদ্বোধনী অধিবেশন ও প্রিটেস্ট	৯.০০-৯:৩০ টা
সেশন ১ প্রশিক্ষণ রূপরেখা	৯.৩০-১০:৩০ টা
চা-বিরতি	১০:৩০ – ১১:০০
সেশন ২ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ পরিচিতি	১১:০০-১৩:০০ টা
মধ্যহ্ন বিরতি	১৩:০০ – ১৪:০০
সেশন ৩ **বিষয়ের ধারণায়ন**	১৪:০০ – ১৫:০০

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী :

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন :

নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে । নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে – যা সার্বিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।